সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ঋণ

ইউনিট ৫

ভূমিকা

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবনে নানারকম নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রয়োজন। আর্থিক নিরাপত্তাই সব মানুষের জীবনে অপরিহার্য। মানুষকে নানারকম অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। যেমন - কোন দুর্ঘটনা, প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু, অসুস্থতা, বার্ধক্য ইত্যাদি। এসব অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার জন্য সময় থাকতে সকলেরই সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। তাই অর্থ পরিকল্পনায় সঞ্চয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে এর বৃদ্ধি ঘটানোর উপায়কে বিনিয়োগ বলে। সঞ্চয় থেকে এর পার্থক্য এই যে, বিনিয়োগ শুধু টাকার সংরক্ষণই নয় এটি হতে ব্যক্তি সর্বোচ্চ উপকৃত ও নিরাপত্তা আশা করে। আর ঋণ হল এমন একটা উপায় যার মাধ্যমে পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে ক্রয় ক্ষমতা লাভ করে। ঋণ করে মূলধন বৃদ্ধি করে পরিবার দীর্ঘমেয়াদী কোন লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা করতে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ - ৫.২ : সঞ্চয়ের প্রকারভেদ ও মাধ্যম
পাঠ - ৫.৩ : বিনিয়োগ
পাঠ - ৫.৪ : ঋণ

পাঠ-৫.১ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সঞ্চয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সঞ্চয় (Saving)

আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কিছু অর্থ তুলে রাখার নামই সঞ্চয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতের কিছু প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার জন্য বর্তমান আয় থেকে কিছুটা তুলে রাখা।
অর্থাৎ, আয়-বর্তমান ভোগব্যয় = সঞ্চয়।

মোট কথা, সঞ্চয় বলতে বোঝায় বর্তমান ভোগের পরিমিতবোধ ও ভবিষ্যতের ভোগের জন্য সংযম। এই সঞ্চয় মানুষের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করে। সঞ্চয় পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটায় ও বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে ও ব্যয় কমাতে সাহায্য করে।

সঞ্চয়ের মূল প্রয়োজনীয়তা হল ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের যে কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই। সঞ্চয় পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

নিম্নে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো

১। **আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে :** ব্যাংক, সঞ্চয় ব্যুরো, জিপি ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে। এসব মাধ্যমে সঞ্চিত টাকার ওপর নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ও মাসিক মুনাফা পাওয়া যায়। এই টাকা পরিবারের বাড়তি ব্যয়ে লাগানো যায়। আবার এই সঞ্চিত অর্থ যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

২। **বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিশ্চয়তা বিধান :** সারাজীবন আয় করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই থাকে না। পরিপূর্ণ কর্মজীবনের সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধ বয়সের কর্মহীন সময়ের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। অবসর গ্রহণের পর মেয়ের বিবাহ, সন্তানের পড়াশুনা চালানোর খরচ যোগানে সঞ্চয়ই হাতিয়ার হতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে পারিবারে যদি আয় রোজগারের উপযুক্ত কেউ না থাকে তখন সঞ্চয়ই পারে পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবেলা করতে। সঞ্চয় বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অনিশ্চয়তা দূরীকরণের ঢালস্বরূপ।

৩। **স্বাস্থ্যগত অক্ষমতার সময় সহায়ক :** শারীরিক অসুস্থতার সময় সঞ্চয় সহায়করূপে কাজ করে। পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার জন্য অনেক সময় বড় ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয়। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতায় বিনা বেতনে ছুটিতে থাকে তখন সঞ্চয়ই আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে।

৪। **বিপর্যয় ও দুর্দিনের সহায়ক :** পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু, ব্যবসায় লোকসান, চাকরিগত জটিলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অবস্থা মানুষের জীবনে বিপর্যয় ও দুর্দিন নিয়ে আসে। এই বিপর্যয় বা দুর্দিনে একমাত্র সঞ্চয়ই মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান করে মানসিক চাপ থেকে বাঁচাতে পারে।

৫। **উচ্চশিক্ষা, বিবাহ ও পারিবারিক অন্যান্য ব্যয়ের সহায়ক :** ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ব্যয় সাপেক্ষে বিষয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় উচু পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। সন্তানের বিয়ে, অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। সঞ্চিত অর্থ এক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে।

৬। **গৃহ নির্মাণ, গৃহসামগ্রী ক্রয় :** জমি ক্রয় ও বাসগৃহ নির্মাণ পরিবারের একটি স্বপ্ন। কিন্তু এজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সঞ্চয়ের মাধ্যমে জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মানে অর্থের কিছুটা যোগান দেওয়া সম্ভব হলে আর্থিক ও মানসিক নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। এছাড়া বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণের আমানত জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থের ডকুমেন্ট আমানত হিসেবে কাজ করে। যুগপোযোগী আসবাবপত্র, আধুনিক সাজসরঞ্জাম পরিবারের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করে, সমাজে মর্যাদা বাড়ায় এবং জীবনযাত্রাকে সাবলীল করে। স্বল্প আয়ের ব্যক্তিরা কেবলমাত্র সঞ্চয় দিয়েই তাদের এই প্রয়োজন মেটাতে পারে।

৭। **মিতব্যায়ের অভ্যাস গড়ার জন্য :** নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস মানুষকে মিতব্যয়ী করে গড়ে তোলে। এর ফলে অপচয় রোধ হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। এছাড়া বাবা মায়ের সুঅভ্যাস সন্তানদের প্রভাবিত করে এবং তারাও অর্থের সঠিক ব্যবহার করতে শেখে। এই সুঅভ্যাস আয়ের উৎস হয়ে ওঠে।

৮। **জাতীয় মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য :** জাতীয় মূলধনের উৎস হল পারিবারিক সঞ্চয়। বিভিন্ন পরিবারের সঞ্চয় পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। কেননা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, কলকারখানা নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবার কেন সঞ্চয় করবে তার কারণগুলো উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য কিছু অর্থ তুলে রাখার নাম সঞ্চয়। সঞ্চয়ের মূল প্রয়োজনীয়তা হল ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের যেকোন অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই। সঞ্চয় পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি জাতীয় জীবন ও পারিবারিক জীবন সমৃদ্ধ করে?
ক) বিনিয়োগ খ) সঞ্চয়
গ) ভোগ ঘ) আয়

২। সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য কী ?
ক) ভবিষতের নিরাপত্তা খ) আয় বৃদ্ধি
গ) ধনী হওয়া ঘ) সামাজিক মর্যাদা লাভ

৩। মানুষের কোন বয়সে আয়ের নিশ্চয়তা কমে যায় ?
ক) কৈশোর বয়সে খ) যৌবন বয়সে
গ) পৌঢ় বয়সে ঘ) বৃদ্ধ বয়সে

৪। কোনটি বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করে ?
ক) সঞ্চয় খ) বিনিয়োগ
গ) ভোগ ঘ) ঋণ

পাঠ-৫.২ সঞ্চয়ের প্রকারভেদ ও মাধ্যম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সঞ্চয়ের প্রধান শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমগুলো উপস্থাপন করতে পারবেন;
- সঞ্চয়ের সময়সীমা ও সুদের হার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ বাঁচানোর নামই সঞ্চয়। সঞ্চয় পারিবারের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করে এবং পরিবারের ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের পথকে প্রশস্ত করে।

সঞ্চয়কে প্রধানত: দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

১। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

২। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়

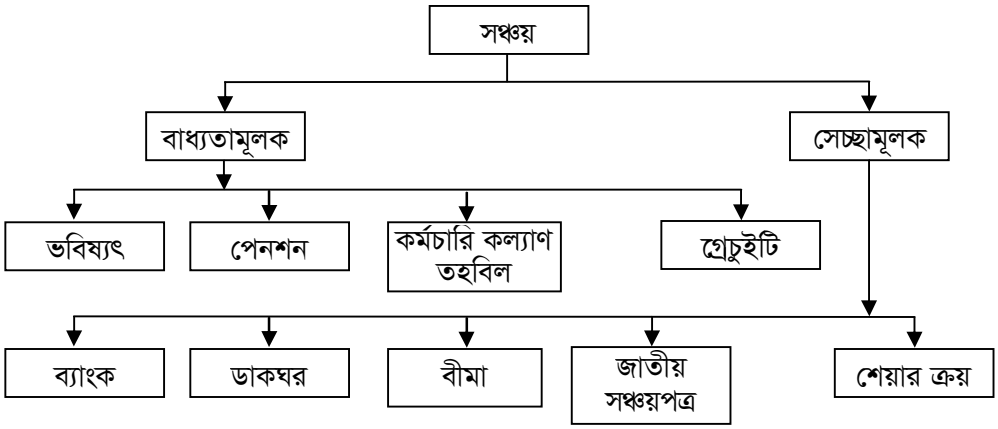

চিত্র ৫.২.১ : সঞ্চয়ের প্রকারভেদ

১। **বাধ্যতামূলক সঞ্চয়**

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নিয়োগকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণে করা হয়। যেমন -প্রভিডেন্ট ফান্ড। সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে আজকাল কর্মচারিদের সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়গুলো হলো- ক) ভবিষ্যত তহবিল বা প্রভিডেন্ট ফান্ড খ) অবসরভাতা বা পেনসন গ) কর্মচারি কল্যাণ তহবিল ঘ) গ্রেচুইটি

ক) **ভবিষ্যত তহবিল :** এ তহবিলে সরকারি কর্মচারি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের শর্ত মোতাবেক প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা রখাতে বাধ্য থাকেন। ক্রমশ: এটি চক্রবৃদ্ধিহারে মুনাফাযোগে বাড়তে থাকে। এই টাকা চাকরির মেয়াদ শেষে কর্মচারিগণ এককালীন পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনে এই ফান্ড থেকে ঋন গ্রহণ করা যায়।

খ) **অবসরভাতা বা পেনসন :** সরকারি কর্মচারি বা কোনো কোনো স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার কর্মচারি চাকরির মেয়াদ শেষ হবার পর বেতনের একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রতিমাসে অবসরভাতা আকারে পেয়ে থাকেন। তবে অবসর ভাতা প্রাপ্তি শর্ত সাপেক্ষ, যেমন-পূর্ণ পেনসন পেতে একজন কর্মচারিকে অবশ্যই প্রথম নিয়োগের তারিখ থেকে

চাকরির বয়স শেষ অবধি কিংবা ২৫ বছর চাকরির বা নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করতে হবে। পেনসনের পরিমাণ নির্ভর করে অবসর গ্রহণকালীন সময়ের শেষ মূল বেতনের ওপর।

গ) **কর্মচারি কল্যাণ তহবিল :** একজন সরকারি কর্মকর্তাকে বেতনের ১% এবং সর্বোচ্চ ৫০ টাকা প্রতিমাসে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা দিতে হয়। যদি কোনো কর্মচারি শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, চাকরি অবস্থার বা অবসর গ্রহণের ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে বা আর্থিক দূরবস্থায় পড়ে তখন কল্যাণ তহবিলের সাহায্য পাওয়া যায়।

ঘ) **গ্রেচুইটি :** এই পদ্ধতিতে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাদের চাকরির মেয়াদ শেষে বা নূন্যতম নির্দিষ্ট সময়ের পর গ্রাচুইটির টাকা পায়। অনেক সময় কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণেও গ্রেচুইটি দেয়া হয়। চাকরি শেষে কর্মীর মাসিক মূল বেতনের ১৫% অর্থ গ্রেচুইটি হিসেবে দেওয়া হয়।

২। **স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়**

স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের অনেক মাধ্যম রয়েছে। পরিবার এই উপায় বা মাধ্যম নিজেদের পছন্দমত নির্বাচন করে। এ ধরনের সঞ্চয়ের মাধ্যমগুলো নিম্নরূপ :

ক) ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয় : ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখলে অর্থ নিরাপদ থাকে। আবার মুনাফাও লাভ করা যায়। ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

i) চলতি হিসাব (Current Account) : এই হিসাব থেকে যে কোনো সময় টাকা তোলা যায়। এই হিসাবে সুদের হার খুব কম।

ii) সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) : চলতি হিসাবের তুলনায় মুনাফার হার বেশি। তবে বিশেষ অনুমতি ছাড়া সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা তোলা যায় না।

iii) স্থির জমার হিসাব (Fixed Deposit Account) : এই হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে আমানত রাখা হয় এবং এর জন্য নির্ধারিত হারে মুনাফা পাওয়া যায়।

খ) ডাকঘর : ডাকঘর জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখে। টাকা জমা রাখার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

i) সাধারণ হিসাব : মাত্র দুই টাকা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। পরবর্তীকালে যে কোনো পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া যায়। আমানতকারীকে পাস বই দেওয়া হয়। এ বইতে জমা ও উঠানোর হিসাব লেখা থাকে।

ii) মেয়াদি হিসাব : এই হিসাবে ১ বছর, ২ বছর ও ৩ বছর মেয়াদে টাকা খাটানো যায় এবং ছয় মাস অন্তর অন্তর নির্ধারিত হারে লাভ তোলা যায়। সর্বনিম্ন ১০০ টাকা জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়।

iii) বোনাস হিসাব : এই হিসাব ৬ বছর মেয়াদি। মুনাফার হার সবচেয়ে বেশি। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও আংশিক বা সম্পূর্ণ টাকা তোলা যায়।

গ) বীমাস্কিম : অর্থ সঞ্চয়ের অন্যতম উপায় হলো বীমা। বীমা পলিসি গ্রহণ করার একাধিক উপায় রয়েছে। যেমন-

i) আজীবন বীমা : সাধারণত পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য এই বীমা করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অল্প অঙ্কের প্রিমিয়াম আজীবন বহন করতে হয়। বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি এই অর্থ লাভ করে।

ii) সাধারণ মেয়াদী বীমা : এই পলিসির আওতায় বীমাকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা করে। যেমন - ১০, ১৫, ৩০ বছর ইত্যাদি। সাধারণ মেয়াদি বীমা নানা রকমের হয়। যেমন: বিবাহ বীমা, শিক্ষা বীমা, বৃত্তি বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি।

ঘ) **জাতীয় সঞ্চয়পত্র :** বিভিন্ন মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয়পত্র অর্থ সঞ্চয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সরকারি আদেশক্রমে সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন মেয়াদি সঞ্চয়পত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। যেমন-

i) পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো ১০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা, ১০,০০,০০০ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় এবং নগদায়ন করা যায়।

ii) তিনমাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র

মূল্যায়ন : ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ও ১০,০০,০০০ টাকা;

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, ব্যাংক সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়। মেয়াদ ৩ (তিন বছর)

iii) পেনশনার সঞ্চয়পত্র :

মূল্যমান, ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ও ১০,০০,০০০ টাকা।

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়। মেয়াদ : ৫ (পাঁচ) বছর।

iv) পরিবার সঞ্চয়পত্র :

মূল্যমান : ১০,০০,০০০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা; ৫০,০০,০০০ টাকা, এবং ১,০০,০০০০০ টাকা। জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদ : ৫ (পাঁচ) বছর।

ঙ) **ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক**

- সাধারণ হিসাব-
  মুনাফা ৭.৫% (সরল হারে)
- মেয়াদি হিসাব

চ) **ডাক জীবন বীমা**

ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ১০ থেকে ৫৬ বছর বয়সী সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশি সকল নাগরিক। এ বিমা করতে পারেন।

ছ) **বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)**

প্রতি ড্রতে প্রতি সিরিজে পুরস্কার হিসাবে বিভিন্ন অংকের টাকা প্রদান করা হয়।

জ) **ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড**

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ও দেশে যেসব ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব (এফ. সি. একাউন্ট) খোলা যায়, সে সব ব্যাংক থেকে ক্রয় করা যায়। মেয়াদ- ৫ (পাঁচ) বছর। ক) বৈধ ওয়েজ আর্নার নিজে বা আবেদন পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বাংলাদেশে তার বেনিফিশিয়ারির নামে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করতে পারবেন। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্তৃক ক্রয় করা যায়।

শেয়ার

শেয়ার বলতে মূলধনের একককে বোঝায়। সাধারণত: ব্যবসা চালাতে হলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। তখন যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা চালানোর জন্য জনগণের মধ্যে অর্থ বিনিয়োগের আহবান জানিয়ে শেয়ার ছাড়া হয়। এই শেয়ার ক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করা যায়। তবে এতে ঝুঁকি থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সঞ্চয় কাঠামোর একটি পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ বাঁচানোর নামই সঞ্চয়। সঞ্চয় প্রধানত: ২ প্রকার যথা- বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও সেচ্ছামূলক সঞ্চয়। এই সঞ্চয়গুলো আবার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার পদ্ধতি হচ্ছে -
i) চলতি হিসাব
ii) সঞ্চয়ী হিসাব
iii) স্থির জমার হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোন হিসাব মাত্র দুই টাকা দিয়ে খোলা যায় ?
ক) মেয়াদি হিসাব খ) বোনাস হিসাব
গ) ডাকঘর সাধারণ হিসাব ঘ) চলতি হিসাব

৩। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারণ হিসাবের মুনাফার হার কত ?
ক) ৫.৫% খ) ৭.৫%
গ) ৬.৫% ঘ) ৯.৫%

৪। বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড কত টাকা মূল্যমানের ?
ক) ৫০ টাকা খ) ১০০ টাকা
গ) ৫০০ টাকা ঘ) ১,০০০ টাকা

পাঠ-৫.৩ বিনিয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থ বিনিয়োগকারীর মূল উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- বিনিয়োগের বিবেচ্য বিষয়সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিনিয়োগের ক্ষেএগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিনিয়োগ বলতে বোঝায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থ বা মূলধন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা। অর্থনীতির পরিভাষায় বিনিয়োগ বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থ বা মূলধন ব্যবহার করে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা বোঝায়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে সঞ্চয়কে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায়। অর্থ বিনিয়োগকারীর মূল উদ্দেশ্যই থাকে মুনাফা অর্জন। তাই বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ বিনিয়োগের ঝুঁকি থাকে। সরকারি বিধি মোতাবেক বিনিয়োগ করলে লাভ কম, তবে নিশ্চয়তা আছে। বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগে লাভ বেশি তবে ঝুঁকিও বেশি। তবে বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা পাওয়া যায় তা আবার বিনিয়োগ করে পরিবারের বিভিন্ন চাহিদা মেটানো যায়। যেমন - অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ ইত্যাদি।

বিনিয়োগে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্যই হলো মূলধন ব্যবহার করে অর্থ বাড়ানো। সুতরাং বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের নিরাপত্তা বিধানে কতগুলো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন-

- বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের সুনাম, বিশ্বস্ততা, সরকারি অনুমোদন, বর্তমান ও অতীত অবস্থা, মুনাফার হার ইত্যাদি।
- বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে।
- বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে বিনিয়োগ করতে হবে। তা না হলে নানা সংকটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- জমি বা বাড়ি নির্মাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃতি ও পরবর্তীকালে বিক্রয় করলে কী পরিমান লাভ পাওয়া যাবে এবং বাড়ি নির্মাণের পর ভাড়া প্রদান করলে কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে, তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন- শহরাঞ্চলে জমি ও বাড়ি ভাড়া উভয়েরই দাম অনেক। মফস্বলে বাড়ি নির্মাণ খরচ শহরাঞ্চলের মতোই কিন্তু বাড়ি ভাড়া কম।
- আকস্মিক বা হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হলো বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে কিনা।

বিনিয়োগের ক্ষেত্র

১। **ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ :** ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগে বিনিয়োগকারীর ভূমিকা থাকে মালিক হিসেবে। এতে অংশীদারও হতে পারে অথবা একাও হতে পারে। যখন কোন অর্থ জমি অথবা যন্ত্রাংশ, মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করতে ব্যবহার করা হয় তখন মূলধন বা অর্থ বস্তু সম্বন্ধীয় সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় একান্ত এক ধরনের ব্যক্তি মালিকানাধীন বিনিয়োগ। অর্থাৎ অর্থের বিনিয়োগের রূপান্তর। পক্ষান্তরে ভাড়া লাভ হিসাবে পরিবারে আর্থিক আয় বাড়ায়।

২। **বন্ড ও সঞ্চয়পত্র ক্রয় :** সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে স্থির জমা হিসেবে বা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ঋণদাতা হিসেবে গণ্য হয়। এই ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র ইস্যু করা হয়। এই চুক্তিপত্রকে বন্ড বলে। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিনিয়োগকৃত অর্থ লাভ বা মুনাফাসহ ফেরত পাওয়া যায়। বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ বেশ লাভজনক ও জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসে বা তিন মাস অন্তর বিধি মোতাবেক

মুনাফা অর্জন হয় এবং চুক্তি শেষে বিনিয়োগকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। স্বল্প ব্যবধানে যে মুনাফা পাওয়া যায় তা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে খরচ করে পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে পারে। সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগে আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়।

৩। **শেয়ার :** বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন মূল্যমানের শেয়ার সার্টিফিকেট বাজারে ছাড়ে। এই সার্টিফিকেট ক্রয় করে অর্থ বিনিয়োগ করা যায়। এতে বিনিয়োগকারী মালিক বা অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয়। এর কোন মেয়াদপূর্তি নেই। তবে ঝুঁকি আছে। শেয়ারের দাম যদি বৃদ্ধি পায় তবে শেয়ার সার্টিফিকেটে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়। তবে দাম কমে গেলে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিনিয়োগের জন্য কোন মাধ্যমনটি আপনি বেশি পছন্দ করেন। এবং কেন? আলোচনা করুন।

সারাংশ

মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থ বা মূলধন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করাকেই বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে সঞ্চয়কে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায়। অর্থ বিনিয়োগকারীর মূল উদ্দেশ্যই থাকে মুনাফা অর্জন, তাই বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো হলো -ব্যক্তি মালিকাধীন, বন্ড ও সঞ্চয়পত্র এবং শেয়ার ক্রয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিনিয়োগেকৃত মূল অর্থের নিরাপত্তা বিধানে খেয়াল রাখতে হবে-
i) প্রতিষ্ঠানের সুনাম
ii) সরকারি অনুমোদন
iii) মুনাফার হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। যা দ্বারা সঞ্চয়কে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় তাকে কী বলে ?
ক) শেয়ার খ) বন্ড
গ) বোনাস ঘ) বিনিয়োগ

৩। বর্তমানে কোন বিনিয়োগ বেশ লাভজনক, ঝুঁকিমুক্ত ও জনপ্রিয় ?
ক) জাতীয় সঞ্চয়পত্র খ) প্রাইজবন্ড
গ) শেয়ার ঘ) বীমা

৪। বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে কী ছাড়ে ?
ক) প্রাইজবন্ড খ) সঞ্চয়পত্র
গ) শেয়ার ঘ) বীমা

পাঠ-৫.৪ ঋণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঋণের মূল ভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন;
- ঋণ গ্রহণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঋণ গ্রহণের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

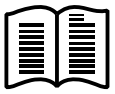

ঋণ অর্থ বিলম্বিত পরিশোধ। আভিধানিক অর্থে ঋণ শব্দের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যতে পরিশোধের আগ্রহ সততা ও ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করে, একজন ব্যবসায়ী ভোক্তাকে পণ্য দিবে, পরে পরিশোধের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। বিশ্বাস ঋণের মূল ভিত্তি। এছাড়াও বিভিন্ন NGO, গ্রামীণ ব্যাংক, পল্লীকর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন থেকেও ঋণ নেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিগলে বলেছেন যে, ঋণ চারটি 'C' দ্বারা গঠিত। এ চারটি 'C' হল- Character (C), Capacity (ক্ষমতা) Collateral (সমগোত্রীয়) ও Capital (মূলধন)। ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ায়। ঋণ কখনও আয়ের রূপ নিতে পারে না। শুধু আয়কে ব্যয় করার সময়ের পরিবর্তন করে। ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করে। ঋণ গ্রহণ করার পর নির্ধারিত সময়ে শর্ত অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করতে হয়। শর্ত অনুসারে সময় মতো ঋণ পরিশোধ না করলে সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। ফলে ঋণ গ্রহীতাকে আর্থিক ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হয়। তাই ঋণ গ্রহণের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত।

ঋণ গ্রহণের সুফল

অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের অনেক সুফল রয়েছে। যেমন-

১। ঋণ দিয়ে মূলধন বৃদ্ধি করা যায়। সেই মূলধন বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া যায়।
২। ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়।
৩। যে ঋণ প্রদান করে সে ঋণ গ্রহণকারীর কাছ থেকে মুনাফা গ্রহণ করে নিজের আয় বাড়াতে পারে।
৪। নগদ মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার সংগতি না থাকলে ঋণ করে দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়।
৫। ব্যক্তির দক্ষতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ঋণ গ্রহণ করে ব্যক্তি তার দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়াতে ও ব্যবসায় প্রসার ঘটাতে পারে।
৬। ঋণ গ্রহণ করে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব ও দারিদ্র্য মোচন করা যায়।

ঋণ গ্রহণের কুফল

ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার না হলে-

১। ঋণ গ্রহীতাকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।
২। ঋণগ্রস্থ হলে মানসিক শান্তি নষ্ট হয়।
৩। ঋণ গ্রহণের সুযোগে অতিরিক্ত ভোগ করার বদভ্যাস তৈরি হতে পারে। ঋণে ক্রয় করার বিষয়টি যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়।
৪। ঋণের সহজলভ্যতা দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। ফলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মানুষের অভাব বৃদ্ধি পায়।
৫। উৎপাদনকারীগণ অতিরিক্ত ঋণ ব্যবহার করে প্রয়োজনের অধিক উৎপাদন করতে পারে যা ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দার কারণ হয়ে পড়ে।

৬। শর্ত অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে সুদে-আসলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়।

৭। ব্যক্তিগতভাবে ঋণ খেলাপি হলে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঋণ গ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবহার না হলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার একটি চার্ট তৈরি করুন।

সারাংশ

বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করা অর্থ, যা পরিশোধ যোগ্য তাকে ঋণ বলে। নির্ধারিত সময়ে শর্ত অনুযায়ী ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়। বিশ্বাস ঋণের মূল ভিত্তি। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে বিগলে বলেছেন যে, ঋন ৪টি 'C' দ্বারা গঠিত। এ চারটি 'C' হলো Character (চরিত্র), Capacity (ক্ষমতা), Collateral (সমগোত্রীয়), Capital (মূলধন)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার না হলে-
i) মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়
ii) সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
iii) ব্যবসায় ক্ষতি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ঋণ গ্রহণের সুবিধা হলো-
i) ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়
ii) মূলধন বৃদ্ধি করা যায়
iii) অভাব ও দারিদ্র মোচন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে কী করে ?
ক) পরিবারের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ায় খ) আয়ের রূপ নিতে পারে
গ) মানসিক শান্তি নষ্ট করে ঘ) দরিদ্র মানুষের অভাব বৃদ্ধি করে

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আমেনা বেগম প্রতিমাসে সংসার খরচ থেকে অর্থ সঞ্চয় করে। সঞ্চিত অর্থ সে বিনিযোগ করে। ফলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে। হঠাৎ তার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সঞ্চিত অর্থ থেকে চিকিৎসা ব্যয় চালিয়ে মেয়েকে সারিয়ে তোলেন। এভাবে দুর্দিনে সঞ্চয় তাকে সাহায্য করল।

ক) সঞ্চয় কয় প্রকার?

খ) সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়?

গ) আমেনা বেগমের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করার কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সঞ্চয় কিভাবে দুর্দিনে সহায়ক হয়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিশ্চয়তা বিধানে সঞ্চয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। বুঝিয়ে দিন: সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ঋণ।

৪। বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো লিখুন।

৫। ঋণ গ্রহণের সুবিধাগুলো লিখুন।

৬। কোন ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক সঞ্চয় পদ্ধতি সুবিধাজনক?

৭। গ্রেচুইটি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সঞ্চয়ের সংজ্ঞা দিন। সঞ্চয়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২। বিনিয়োগ কাকে বলে? বিনিয়েগে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

৩। ঋণ বলতে কী বোঝায়? ঋণ গ্রহণের সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করুন।

৪। সঞ্চয় কাকে বলে? সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৫। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১ : ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২ : ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩ : ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪ : ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক